সুরা নাসর

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম

ইবনে কাসীর থেকে

সুরা নাসর কোরআনের এক-চতুর্থাংশের সমান। সুরা জিলজাল কোরআনের এক-চতুর্থাংশের সমান। নাসাঈ শরীফের বর্ণনামতে ওবায়দুল্লাহ বিন আব্দুল্লাহ বিন উৎবাহ বলেন যে,ইবনে আব্বাস তাকে জিজ্ঞেস করেছেন , হে ইবনে উৎবাহ, তুমি জান সর্বশেষ কোন সুরাটি অবতীর্ণ হয়েছিল? ইবনে উৎবাহ উত্তর দিলেন সুরা আল নাসর। সে (ইবনে আব্বাস) বললেন তুমি সঠিক বলেছ।

যখন দীনের দাওয়াত পূর্ণতা লাভ করল, সমস্ত আরব মুসলমানদের আয়ত্বে এসে গেল, তখন রাসুল(সাঃ) এর আবেগ ও অনুভুতি প্রবণতা ও প্রতিক্রিয়া, এবং কথাবার্তা ও আচার-আচরণ হতে এমন কতগুলো লক্ষণ প্রকাশ পেতে লাগল যে, রাসুল(সাঃ) এ অস্থায়ী জীবন থেকে বিদায় নিতে

এবং এই অস্থায়ী দুনিয়ার অধিবাসীদের বিদায় সম্ভাষণ জানাতে যাচ্ছেন। উদাহরণস্বরূপ এখানে তাঁর এতেকাফের প্রসঙ্গটি উল্লেখ করা যেতে পারে। সাধারণভাবে রমযান মাসে তিনি শেষ দশ দিন এতেকাফ করতেন। কিন্তু ১০ হিজরিতে তিনি এতেকাফ করেন বিশ দিন।

অধিকন্তু জীবরাঈল(আঃ) এই বছর রসুল(সাঃ)-কে দু'বার কুরআন পুনপাঠ করিয়েছিলেন, যে ক্ষেত্রে অন্য বছরগুলোতে মাত্র একবার কুরআন পুনপাঠ করিয়েছিলেন। তাছাড়া রাসুল(সাঃ) বিদায় হজ্জে বলেছিলেন "আমি জানি না এই বছরের পর এই স্থানে তোমাদের সঙ্গে আর মিলিত হতে পারব কি না। জামরায়ে আকাবার নিকট বলেছিলেন, আমার কাছ থেকে হজ্জের নিয়ম কানুন জেনে নাও। কারণ এ বছর পর সম্ভবত আমার পক্ষে আর হজ্জ করা সম্ভব হবে না। আইযামের তাশরিকের মধ্যভাগে রাসুলের নিকট সুরা নাসর অবতীর্ণ হয় এবং মাধ্যমে উপলব্ধি করেন যে, পৃথিবী থেকে তাঁর যাওয়ার সময় সমাগত প্রায়।

.....।